Cosmo School

শ্রেণিঃ সপ্তম

বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র

শ্রাবণে (কবিতা)

সুকুমার রায়

কবি পরিচিতিঃ

নামঃ সুকুমার রায়

জন্ম তারিখঃ ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।

জন্মস্থানঃ কলকাতা

আদি পৈত্রিক নিবাসঃ ময়মনসিংহ জেলায়।

পিতার নামঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক)

পুত্রের নামঃ সত্যজিৎ রায় (কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক)

সাহিত্যকর্মঃ শিশুতোষ গ্রন্থ- আবোল তাবোল, হযবরল, পাগলা দাশু ইত্যাদি।

মৃত্যুঃ ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

শব্দার্থঃ

ছাত – ছাদ। ছাদ এর কথ্যরূপ।

বারিধার – জলের ধারা।

উন্মাদ – উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত। শ্রাবণ মাসে অবিরাম ধারা বর্ষণ ঘটে বলে কবি এখানে শ্রাবণকে ‘উন্মাদ শ্রাবণ’ বলেছেন।

জর্জর – কাতর।

নিঃঝুম – নিঝুম, নিরব, নিঃশব্দ।

বানান সতর্কতাঃ

শ্রাবণ, অফুরান, ধোঁয়ামাখা, পৃথিবী, ছাত, বারিধার, স্নান, বরষায়, প্রাণখোলা, উৎসব, ঘনঘোর, ভরসায়, উন্মাদ, প্লাবনের, অবিরাম, জর্জর, গ্রীষ্মের, রৌদ্রের, স্মৃতি, বিশ্বের, নিঃঝুম, ধরণী।

কিছু ব্যাখ্যাঃ

# "জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত-

অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত"

- আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। এই সময় সারা দিন – রাত ধরে একটানা বৃষ্টি পড়তে থাকে। গণিতে 'নামতা' বলতে বোঝায় গুণ করার ধারাবাহিক তালিকা; আর 'ধারাপাত' হলো অঙ্ক শেখার প্রাথমিক বই। এই কবিতায় বৃষ্টিধারার পতনকে বলা হয়েছে ধারাপাত; বৃষ্টির পতনের অবিরাম রিমঝিম ধ্বনি অনেকটা যেনো শিশুদের নামতা পড়ার শব্দের মতো। 'অবিরাম একই গান, ঢালো জল, ঢালো জল' বলতেও একই কথা বুঝিয়েছে। একটানা বৃষ্টি পড়ার শব্দকে কবির কাছে প্রকৃতির গান মনে হয়।

# "আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,

পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমঝম বারিধার"

- বর্ষাকালে সারা দিন – রাত ধরে একটানা বৃষ্টি পড়তে থাকে। আকাশে সূর্যের মুখ দেখা যায় না। মেঘ আকাশকে ঢেকে রাখে। ধোঁয়া হলে যেমন চারিদিক অন্ধকার হয়ে কিছু দেখা যায় না, ঠিক তেমনি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও একই রকম মনে হয়। আর পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমঝম বারিধার বলতে, পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি পড়াকে বুঝানো হয়েছে। ছাদ এর কথ্যরূপ হলো ছাত। পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ছাদ কল্পনা করা হয়েছে। বর্ষাকালে অবিরাম বৃষ্টিধারার পতন হয়। তখন কবির মনে হয়, বর্ষার জলের ধারা পৃথিবীর ছাদে পতিত হচ্ছে।

# "স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,

নদীনালা ঘোলাজল ভরে উঠে ভরসায়"।

- শ্রাবণ মাসে সারা দিন – রাত অবিরাম বৃষ্টি ঝরতে থাকে। বৃষ্টির পানির স্পর্শ পেয়ে গাছপালা প্রাণ ফিরে পায়। কবির মনে হয়, শ্রাবণ মাস প্রাণ খুলে বর্ষার পানি ঢেলে দেয়, আর সেই পানিতে স্নান করে গাছপালা সজীব হয়ে ওঠে। আর এদিকে, গ্রীষ্মের দাবদাহে মাঠ – ঘাট শুকিয়ে যায়, নদী – নালা পানিশূন্য হয়ে যায়। গ্রীষ্মের পর যখন বর্ষাকাল আসে তখন অবিরাম বৃষ্টির ধারায় নদী – নালা, খাল – বিল পুনরায় জলে পরিপুর্ণ হয়ে যায়।

# **"উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবনের**

শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের।

জলেজলে জলময় দশদিক টলমল্,

অবিরাম একই গান, ঢালো জল, ঢালো জল।

- শ্রাবণ মাসে যে দিন – রাত অবিরাম টুপটাপ করে বৃষ্টি হতে থাকে এবং এক মুহূর্তের জন্যও বিরাম থাকে না তাকেই উন্মাদ শ্রাবণ বলা হয়েছে। 'উন্মাদ' অর্থ পাগল। উন্মাদ যেমন একই কাজ বারবার করতে থাকে তেমনি শ্রাবণ মাসেও একই ভাবে সবসময় বৃষ্টি হতে থাকে, বৃষ্টি থামেই না। আর এই বিরতিহীন বৃষ্টির কারণে চারিদিক পানিতে ভরে ওঠে। মাঠ, ফসলের খেত সব ডুবে যায়। অবিরাম বৃষ্টির ধারায় নদী – নালা, খাল – বিল পুনরায় জলে পরিপুর্ণ হয়ে যায়। সবকিছু জলে টলমল করে। প্রকৃতি যেনো সারাদিন একই গান গেয়ে চলে ঢালো জল ঢালো জল।

# **"ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,**

ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের"।

- গ্রীষ্মকালের পর আসে বর্ষাকাল। গ্রীষ্মের দাবদাহে মাঠ – ঘাট শুকিয়ে যায়, নদী – নালা পানিশূন্য হয়ে যায়। এরপর যখন বর্ষাকাল আসে তখন অবিরাম বৃষ্টির ধারায় নদী – নালা, খাল – বিল পুনরায় জলে পরিপুর্ণ হয়ে যায়। বর্ষার পানিতে স্নান করে গাছপালা সজীব হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের রোদের চিহ্ন মুছে গিয়ে প্রকৃতি নতুন রূপ ধারণ করে। শ্রাবণের জলধারা রৌদ্রের স্মৃতি মুছে প্রকৃতিকে নবরূপ দেয়।

# **"শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক,**

ধরণীর আশাভয় ধরণীর সুখদুখ”।

- বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। প্রকৃতির পালা বদলের দেশ। প্রতিটি ঋতুই প্রকৃতিতে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে হাজির হয়। তাই প্রকৃতির পালাবদলের সাথে মানব মনের সুখ – দুঃখ, চাওয়া – পাওয়া, আশা – আকাঙ্ক্ষারও পালাবদল ঘটে। বাংলার প্রকৃতি বাংলার মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। জড়িয়ে রয়েছে মানুষের সুখ – দুঃখ – ভয় ইত্যাদি। গ্রীষ্মের কঠোর রুক্ষতার পর বর্ষা মানুষের মনে আনে প্রশান্তি। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টি দরিদ্র মানুষের জন্য ক্ষয়- ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কবি এই চরণ দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে মানব মনের পরিবর্তনের বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১) ‘শ্রাবণে’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

২) প্রাণখোলা বর্ষায় কে স্নান করে?

৩) রোদের চিহ্ন ধুয়ে মুছে প্রকৃতি নতুন রূপ ধারণ করে কোন কালে?

৪) ‘শ্রাবণে’ কবিতায় কবি সুকুমার রায় কীসের শেষ নেই বলেছেন?

৫) উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী কী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন?

৬) ‘শ্রাবণে কবিতায় কয় দিকের কথা বলা হয়েছে?

অনুধাবনমূলক প্রশ্নঃ

১) বর্ষার জলে প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটে কীভাবে?

২) ‘ধুয়ে যায় যত তাপ’-বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

মূল পাঠ্যবই এর ‘শ্রাবণে’ কবিতার সম্পূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।।

বাদলের ধারা ঝরে ঝরো-ঝরো,
আউষের ক্ষেত জলে ভরো-ভরো,
কালিমাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।।

ঐ শোনো শোনো পারে যাবে ব'লে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।

পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ
দু-কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ
দরো-দরো বেগে জলে পড়ি জল ছলো-ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।।

ক) সুকুমার রায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

খ) 'ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের'- বুঝিয়ে লিখ।

গ) উদ্দীপক ও 'শ্রাবণে' ভাবগত মিল কোথায় তা বর্ণনা কর।

ঘ) উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার মূলভাবকে সার্থকভাবে ধারণ করে কি? তোমার যৌক্তিক মতামত লিখ।

শিক্ষক-

শাহরিন সুলতানা মৌলী

বাড়ির কাজ নিচের ইমেইল এ মেইল করবেঃ

sultanasharin@gmail.com (For Girls)
isratjahan11335@gmail.com (For Boys)